মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৬৪২

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৪. প্রথম অনুচ্ছেদ - আযান

بَابُ الْاَذَانِ

আরবী

وَعَن أَبِي مَحْذُورَة قَالَ: أَلْقَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ: قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. ثُمَّ تَعُودَ فَتَقُولَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

বাংলা

৬৪২-[২] আবূ মাহযূরাহ্ (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আমাকে ’আযান’ শিখিয়েছেন। তিনি আযানে বললেন, বলোঃ (১) আল্লা-হু আকবার, (২) আল্লা-হু আকবার, (৩) আল্লা-হু আকবার, (৪) আল্লা-হু আকবার; (১) আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, (২) আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, (১) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্ল-হ, (২) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্ল-হ। তারপর (তিনি) বললেন, তুমি আবার বলো, (১) আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, (২) আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, (১) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্ল-হ, (২) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্ল-হ, (১) হাইয়্যা ’আলাস্ সলা-হ্, (২) হাইয়্যা ’আলাস্ সলা-হ্, (১) হাইয়্যা ’আলাল ফালা-হ, (২) হাইয়্যা ’আলাল ফালা-হ। (১) আল্লা-হু আকবার, (২) আল্লা-হু আকবার। লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ। (মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : মুসলিম ৩৭৯, আবূ দাউদ ৫০৩, নাসায়ী ৬৩২, ইবনু মাজাহ্ ৭০৮।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (ثُمَّ تَعُودُ فَتَقُولُ) ‘‘তারপর তুমি আবার বলবে।’’ অর্থাৎ- ‘‘আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’’ (দু’বার) ও ‘‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার্ রসূলুল্ল-হ’’ (দু’বার) নীচু আওয়াজে বলার পর পুনরায় উভয় বাক্য উচ্চৈঃস্বরে দু’বার করে বলবে। একে তারজী‘ বলা হয়।

‘আল্লামা নাবাবী বলেনঃ আবূ মাহযূরাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি ইমাম মালিক, ইমাম শাফি‘ঈ এবং জমহূর ‘আলিমদের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট দলীল যে, আযানের মধ্যে তারজী' সাব্যস্ত আছে এবং তা শারী‘আতের বিধান। ইমাম আবূ হানীফাহ্ এবং কুফাবাসীগণ বলেন যে, আযানে তারজী' নেই। কেননা ‘আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ-এর হাদীসে তারজী'-এর উল্লেখ নেই।

জমহূর ‘উলামাহগণের দলীল আবূ মাহযূরাহ্ কর্তৃক বর্ণিত সহীহ হাদীস। আবূ মাহযূরাহ্ বর্ণিত হাদীসে এ বিষয়টি অতিরিক্ত রয়েছে যা ‘আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ-এর হাদীসে নেই। আর দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিষয় অগ্রগণ্য। তাছাড়া আবূ মাহযূরাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বশেষ বর্ণনা। কেননা তা হিজরী ৮ম সালের হুনায়নের যুদ্ধের পরের ঘটনা। তাছাড়া মক্কা ও মদীনাবাসীর ‘আমলও আবূ মাহযূরাহ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের উপর।

‘আল্লামা সিন্দী ইবনু মাজাহ্-এর হাশিয়াতে (ثم قال لي ارجع فمد من صوتك) ‘‘তুমি পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলো’’ এ বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেনঃ এটা সুস্পষ্ট যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ মাহযূরাহকে তারজী‘ আযান দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তাদের সে সমস্ত ধারণাপ্রসূত বক্তব্য প্রত্যাখ্যাত যারা বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা শিক্ষা দেয়ার জন্য পুনরায় বলেছিলেন। আর তিনি তা তারজী' মনে করেছেন। আর বিলাল (রাঃ)-এর আযান তারজী' ব্যতীত সাব্যস্ত আছে। অতএব তারজী'সহ ও তারজী'বিহীন উভয় ধরনের আযানই বৈধ তথা সুন্নাত।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55199

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন